

Time Taken



00:00

Mark Gained



1.ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র মতে বাংলা সাহিত্যে প্রাচীনযুগের যুগের সময়সীমা-

a. ক) ৬৫০ - ১২০০

b. খ) ৭৫০ - ১২০০

c. গ) ৮৫০ - ১২০০

d. ঘ) ৯৫০ - ১২০০

Explanation: ***ক) ৬৫০ - ১২০০*** সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যকে তিন যুগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- • প্রাচীন যুগ (৯৫০ - ১২০০), • মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০) এবং • আধুনিক যুগ (১৮০১ - বর্তমান)। - মধ্যযুগের প্রথম ১৫০ বছর (১২০১ - ১৩৫০) অন্ধকার যুগ ছিল। দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ উল্লেখিত যুগ-বিভাগ সমর্থন করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের এই সময়সীমা মেনে নিলেও তাঁর মতে প্রাচীনযুগের যুগের সময়সীমা- ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

2.আনোয়ার পাশা ও আব্দুল হাই সম্পাদিত চর্যাপদের নাম কী?

a. চর্যাকোষ

b. চর্যাগীতিকা

c. চর্যাপদ

d. চর্যাপদাবলি

Explanation: আনোয়ার পাশা ও আব্দুল হাই সম্পাদিত চর্যাপদের নাম চর্যাগীতিকা। সৈয়দ আলী আহসান ও এই নামে সম্পাদনা করেন।

3. সহজিয়া মতের প্রবর্তক কে?

a. মীননাথ

b. কঙ্কণপা

c. লাড়ীডোস্বী

d. জয়নন্দী

Explanation: ***সহজিয়া মতের প্রবর্তক মীননাথ বা মৎসেন্দ্রনাথ।*** চর্যাপদ- বৌদ্ধ সহজিয়াদের বাংলা ভাষায় রচিত গীতিকবিতা।

4. ডাক ও খনার বচন কোন আমলের অলিখিত সাহিত্য?

a. ক) প্রাচীন যুগের

b. খ) মধ্যযুগের

c. গ) অন্ধকার যুগের

d. ঘ) আধুনিক যুগের

Explanation: ***প্রাচীন যুগের*** ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা হয়। - তবে এর লিখিত কোন নিদর্শন নেই। - প্রাচীন যুগের সৃষ্টি হলেও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আধুনিক যুগে চলে এসেছে। - ড. দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচন রচনাকাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক বিবেচনা করেন। - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর কতকগুলোকে বৌদ্ধযুগের রচনা বলে মনে করেন। - ড. নীহাররঞ্জন রায় এগুলোকে প্রাক তুর্কি আমলের রচনা বলে মনে করেন। উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক।

5. মুণিদত্ত চর্যাপদের কোন পদের ব্যাখ্যা করেন নি-

a. ২৬নং

b. ৪৮নং

c. ১১নং

d. ২৩ নং

Explanation: ***১১নং*** হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত চর্যাপদে মুণিদত্ত নামক এক পণ্ডিতের সংস্কৃত টীকা ছিল। এর সংকলক ছিলেন কানুভট্ট। মুণিদত্তের টীকা সম্বলিত পুঁথিতে পদ পাওয়া গিয়েছিল সাড়ে ৪৬টি। এর মধ্যে ২৩ নং পদের শেষাংশ (১০ লাইনের মধ্যে প্রথম ৬টি লাইন পাওয়া গেছে, শেষ ৪টি লাইন পাওয়া যায় নি), ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং পদ পাওয়া যায় নি। এতে মুণিদত্ত ১১নং পদের ব্যাখ্যা করেন নি।

6. 'সাক্ষ্যভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?

a. চর্যাপদ

b. পদাবলি

c. মঙ্গলকাব্য

d. রোমান্সকাব্য

Explanation: ***চর্যাপদ*** চর্যাপদের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে সাক্ষ্যভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন- 'সাক্ষ্যভাষা মানে আলো আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না। উল্লেখ্য যে, চর্যাপদ সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে লিখিত হয়নি এটি মূলত ধর্মচর্চার প্রকাশ।

7. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কি?

a. Buddhist Mystic Songs

b. চর্যাগীতিকা

c. চর্যাগীতিকোষ

d. হাজার বছরের পুরান বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা

Explanation: ***'Buddhist Mystic Songs*** ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'Buddhist Mystic Songs) ('বুডডিস্ট মিস্টিক সঙ্গস') গ্রন্থে ২৩ জন কবি এবং ৫০টি পদের কথা উল্লেখ করেছেন। ড. সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে ২৪ জন কবি এবং ৫১টি পদের কথা উল্লেখ করেছেন।

8. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?

a. সনাতন হিন্দু

b. সহজিয়া বৌদ্ধ

c. জৈন

d. হরিজন

Explanation: ***সহজিয়া বৌদ্ধ*** চর্যাপদ রচনা করেছেন বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকগণ। এগুলো ছিল তাদের সাধন সঙ্গীত। চর্যায় যেসব কবি পদ রচনা করেছেন তাদের প্রত্যেককে মহাসিদ্ধ বলা হয়ে থাকে।

9. বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন?

a. চর্যাপদ

b. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

c. রামায়ণ

d. মহাভারত

Explanation: ***চর্যাপদ*** ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত দায়িত্ব পেয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে দুইবার নেপালে যান। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয়বারের মতো নেপালে গিয়ে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থশালা (রয়েল লাইব্রেরি) থেকে চর্যাপদ সহ হাতে লেখা চারটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। গ্রন্থ চারটি হলো (১) চর্যাপদ (২) সরহপাদের দোহা (৩) কৃষ্ণপাদের দোহা (৪) ডাকার্ণব। ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

10. নিচের কোনটি নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয় নি?

a. সরহপাদের দোহা

b. কৃষ্ণপাদের দোহা

c. সহজিয়া দোহা

d. ডাকার্ণব

Explanation: ***সহজিয়া দোহা*** ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত দায়িত্ব পেয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে দুইবার নেপালে যান। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয়বারের মতো নেপালে গিয়ে নেপালের রাজ দরবারের গ্রন্থশালা (রয়েল লাইব্রেরি) থেকে চর্যাপদ সহ হাতে লেখা চারটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। গ্রন্থ চারটি হলো (১) চর্যাপদ (২) সরহপাদের দোহা (৩) কৃষ্ণপাদের দোহা (৪) ডাকার্ণব।

11. চর্যাপদ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন?

a. কীর্তিচন্দ্র

b. মুণিদত্ত

c. প্রবোধচন্দ্র

d. বসন্তরঞ্জন

Explanation: ***কীর্তিচন্দ্র*** চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ করেন- কীর্তিচন্দ্র। চর্যাপদের তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করেন প্রবোধচন্দ্র বাগচী ১৯৩৮ সালে।

12.টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী। হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী- পদকর্তা কে?

a. কুকুরী পা

b. ঢেঙগপা

c. কাহুপা

d. লুইপা

Explanation: ***ঢেঙগপা*** প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যটির অর্থ- টিলার উপর আমার ঘর, কোনও প্রতিবেশী নেই হাঁড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে। এটি চর্যার ৩৩ নং পদ।

13.বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দে- কত নং পদের অংশ?

a. ৩৩ নং

b. ২৩ নং

c. ৩৯ নং

d. ৩ নং

Explanation: ***৩৯ নং*** বর সুন গোহালী কিমু দুঠ্য বলন্দে (৩৯ নং পদ, সরহপা)। এর অর্থ- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

14."চর্যাপদের ভাষা বাংলা"- এটি প্রমাণ করেন কে?

- a. ক) রাহুল সংকৃত্যায়ন
- b. খ) ড. বিজয়চন্দ্র মজুমদার
- c. গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

d. ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Explanation: ***ঘ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়*** ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে একটি বই লিখেন 'বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ' নামে। - ইংরেজিতে এই গ্রন্থটির নাম হলো : 'The Origin and Development of the Bengali Language'। - সংক্ষেপে এটিকে বলা হয় ODBL এবং এটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত। - সুনীতিকুমার এই গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে চর্যাপদ আর কারো নয়, বাঙালির এবং এর ভাষা বাংলা। - উক্ত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে ধ্বনিতত্ত্ব ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে চর্যার পদ সংকলনটি আদিমতম বাংলা ভাষায় রচিত। উৎস: লাল নীল দীপাবলী, হুমায়ুন আজাদ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক।

15.চর্যাপদের সংস্কৃত টিকাকার কে?

- a. ক) ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী
- b. খ) রাহুল সাংকৃত্যায়ন

c. গ) মুনিদত্ত

d. ঘ) ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত

Explanation: ***গ) মুনিদত্ত*** বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের পুঁথিটি যে রূপে পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় এটি বিভিন্ন সময়ে আবর্তিত বিভিন্ন কবির রচিত কবিতার সমষ্টি সংকলন। - কবিতাগুলোর বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিতে যে দুর্বোধ্যতা ছিলো তা দূর করার জন্য মুনিদত্ত পদগুলোকে একত্রিত করে সংস্কৃত ভাষায় পদগুলোর সহজবোধ্য টিকা রচনা করেন। - হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত পুঁথিতে মূল চর্যাপদ ও মুনিদত্তের সংস্কৃত টিকা যুক্ত আছে। - ড. প্রবোধচন্দ্র এর তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। তাতে টিকাকার হিসেবে মুনিদত্তের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

16. 'কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল - চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল' -চর্যাপদের এই পঙক্তিটি কার লিখা?

a. ক) সবরপা

b. খ) লুইপা

c. গ) ভুসুকুপা

d. ঘ) কুকুরীপা

Explanation: ***খ) লুইপা*** লুইপাকে চর্যাপদের আদি কবি বলা হয়। - লুইপা রচিত চর্যাপদের ১ম পদ- 'কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল' - আধুনিক বাংলায় : "দেহ গাছের মত, এর পাঁচটি ডাল চঞ্চল মনে কাল প্রবেশ করে।" - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, লুইপা ছিলেন শবরপার শিষ্য। - তার মতে লুইপা ৭৩০ থেকে ৮১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

17. চর্যাপদের টিকাকার 'কাহুপা' রচিত প্রাপ্ত পদসংখ্যা

a. ক) ৮

b. খ) ৯

c. গ) ১২

d. ঘ) ১৩

Explanation: ***গ) ১২*** কাহুপা (আনু. ১০ম শতক) বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদকর্তা। - প্রকৃত নাম কৃষ্ণাচার্য পাদ, অপভ্রংশে হয়েছে কাহুপা, কনহপা, কাহিল পা ইত্যাদি। - বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ। - পালরাজ দেবপালের রাজত্বকালে (আনু. ৯০০-৫০) তিনি বর্তমান ছিলেন। কাহুপা- চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচয়িতা কবি। - চর্যাপদের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন কাহুপা। - তার রচিত পদের সংখ্যা ১৩ টি। - তবে ১২ টি পদ পাওয়া গেছে। - কাহুপা রচিত চর্যাপদের ২৪ নং পদটি পাওয়া যায় নি। - কাহুপা রচিত পদগুলোতে- নিপুণ

কবিত্ব শক্তি এবং তৎকালীন সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

18. চর্যাপদের কতটি পদ পাওয়া গেছে

a. ক) সাড়ে ৪৫

b. খ) সাড়ে ৪৬

c. গ) সাড়ে ৪৭

d. ঘ) সাড়ে ৫০

Explanation: ***খ) সাড়ে ৪৬*** বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ। - চর্যাপদের ৫১ টি পদের মধ্যে সাড়ে ৪৬টি পদ পাওয়া যায়। - চর্যাপদের প্রাপ্ত সাড়ে ৪৬টি পদের মধ্যে ২৩ নং পদটি খন্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। - পদটির রচয়িতা ছিলেন ভুসুকুপা। পদটির ৬টি পদ পাওয়া গেছে কিন্তু বাকি ৪টি পদ পাওয়া যায়নি। - চর্যাপদের ২৪, ২৫ এবং ৪৮ নং পদটি পাওয়া যায় নি। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

19. চর্যাপদের ভাষা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেন কে?

a. ক) ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

b. খ) রাহুল সাংকৃত্যায়ন

c. গ) বিজয়চন্দ্র মজুমদার

d. ঘ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

Explanation: ***গ) বিজয়চন্দ্র মজুমদার*** ১৯০৭ সালে চর্যাপদ আবিষ্কারের পর থেকে অনেক পণ্ডিত এ বিষয়ে আলোচনা করে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। - বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে সর্বপ্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন। - ১৯২৬ সালে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে চর্যাপদের ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ। অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী এ অভিমত সমর্থন করেন। - ভাষা আলোচনা করে

দেখালেন চর্যাপদ 'বাংলা নিশ্চয়ই, বাংলার প্রায় মূর্তি - অবহট্টের সদ্যনির্মোক মুক্ত রূপ।' - ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। - ১৯৪৬ সালে ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত সহজযান প্রসঙ্গে চর্যাপদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। - ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন। - বিহারের বিখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য, বৈদ্ধ সহজান ও চর্যাগীতিকা নিয়ে ইংরেজি ও হিন্দিতে প্রচুর গবেষণা করেন। উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক।

20.কোন রাজাদের সময়কালে চর্যাপদের টিকাকাররা এ দেশ থেকে বিতাড়িত হন?

a. ক) পাল

b. খ) গুপ্ত

c. গ) সেন

d. ঘ) মৌর্য

Explanation: ***গ) সেন*** চর্যাপদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন। - ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে এর পুঁথি আবিষ্কার করেন। - পাল বংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, তাদের আমলে চর্যাগীতিকাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। - পাল বংশের পরে পরেই বাংলাদেশে সেন, বর্মণ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গৃহীত হয় এবং দেশি ভাষা বাংলার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষা প্রাধান্য লাভ করে। - পাল রাজাদের উদারপন্থী বৌদ্ধ মতবাদের পরিবর্তে সেন রাজাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের প্রাধান্যের ফলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যেরা এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়। - সেন রাজাদের প্রতাপের জন্যই বাংলাদেশের বাইরে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছিল। - তাই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন বাংলার বাইরে নেপালে পাওয়া গিয়েছিল। উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক



[About](#)

[Terms & Conditions](#)

[Refund Policy](#)

[BPSC Link](#)

[Privacy Policy](#)

Helpline: 01329672052

© 2024 P2A All rights reserved
